তারিখ 07 APR 2016
পৃঃ 20 কলাম 2

দৈনিক ইত্তেফাক

আরো সাড়ে ১২ হাজার শিক্ষক দরকার

সরকারি কলেজ চালাতে এই প্রস্তাব শিক্ষা অধিদপ্তরের

■ নিজামুল হক

দেশের সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম বিদ্যমান শিক্ষক দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে শূন্য পদ, অন্যদিকে সংযুক্তির মাধ্যমে মহানগরীর কলেজগুলোতে শিক্ষকদের থাকার প্রবণতা শিক্ষা কার্যক্রমকে করেছে আরো গতিহীন। দীর্ঘদিন ধরে কলেজ শিক্ষা কার্যক্রমে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ চায় অধ্যক্ষরা। তাদের বক্তব্য, এভাবে জোড়াতালি দিয়ে আর চলছে না। অধ্যক্ষদের এই বক্তব্যের সাথে একমত শিক্ষা অধিদপ্তরও। সংকট নিরসনে বিদ্যমান শিক্ষক পদের সঙ্গে আরো সাড়ে ১২ হাজার শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে সেগুলো পূরণের প্রস্তাব করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

সারা দেশে ৩১৬টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে শিক্ষকের সৃষ্ট পদ ১৫ হাজার ৭৮টি। এর মধ্যে খালি আছে প্রায় চার হাজার পদ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সূত্র জানিয়েছে, সরকারি কলেজগুলোর অধ্যাপকদের ৫১৬টি পদের মধ্যে ২১৬টি খালি। এছাড়া সহযোগী অধ্যাপকের ৯৯টি, সহকারী অধ্যাপকের ৩৩৭টি এবং প্রভাষকের ৩ হাজার ১১৪টি পদ খালি রয়েছে।

শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এ এস এম একে সাব্রী বলেন, বর্তমান জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছিল ডিগ্রি কলেজগুলোর জন্য। এখন অনার্স ও মাস্টার্স কলেজগুলোতে একই জনবল দিয়ে চলছে। তাই স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য আরো শিক্ষক প্রয়োজন। যে কারণে নতুন কাঠামো তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

কলেজের দায়িত্বে থাকা এই কর্মকর্তা বলেন, নতুন প্রস্তাবে অধ্যাপকের আরো ১ হাজার ৩৯৭টি পদ চাওয়া হয়েছে। সহযোগী অধ্যাপকের ৩ হাজার ২১০টি পদের সাথে আরো ৩ হাজার ৩৭৩টি, সহকারী অধ্যাপকের ৪ হাজার ২৮৫টি পদের সাথে আরো ৪ হাজার পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আরো সাড়ে ১২ হাজার

২০ পৃষ্ঠার পর

২৯৩টি নতুন পদ চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সরকারি কলেজগুলোতে ৮ হাজার ৬২টি প্রভাষকের পদ রয়েছে। প্রস্তাবে প্রভাষকের আরো ৩ হাজার ৫০৩টি পদ চাওয়া হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। অপরদিকে রাজধানীর তিতুমীর সরকারি কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। এর বিপরীতে শিক্ষক মাত্র ১৭১ জন। এরমধ্যে আবার ৩৭টি পদ শূন্য। প্রভাষকের ৭০টি পদের ৩৪টি, সহকারী অধ্যাপকের ৫০ পদের দুটি, অধ্যাপক ১৮ পদের একটি পদ শূন্য। কিন্তু সংযুক্তির মাধ্যমে এই কলেজে ৮৪ জন শিক্ষক আনা হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে এই কলেজের ১৫ জন সহযোগী অধ্যাপকের সংযুক্তি বাতিল করা হয়েছে।

শিক্ষকরা বলছেন, সংযুক্তি দেয়া বা বাতিল করা কোন সমাধান নয়। শূন্য পদ পূরণ এবং আরো নতুন পদ তৈরি করতে হবে। সব পদে শিক্ষক থাকলে সংযুক্তিরও প্রয়োজন হবে না।

তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার আর শিক্ষকের পদ ২০০টি। এরমধ্যে আবার ৩৫টি পদ শূন্য। তবে সংযুক্তি নিয়ে আছে ৬৭ জন শিক্ষক। ইডেন মহিলা কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় ৪০ হাজার। শিক্ষকের পদ ২১৬টি। শূন্য রয়েছে ৩০টি পদ। তবে সংযুক্তি নিয়ে রয়েছেন ৭৫ জন শিক্ষক। মিরপুর বাংলা কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় ৩০ হাজার। শিক্ষকের পদ ১১৪টি, এরমধ্যে শূন্য রয়েছে ১৯টি পদ। তবে সংযুক্তি নিয়ে এই কলেজে রয়েছেন ৫৬ জন শিক্ষক। এছাড়া সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ২৪ জন, কবি নজরুল সরকারি কলেজে ৩৬ জন, বদরুন্নেছা সরকারি কলেজে ২৫ জন ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ১৫ জন শিক্ষক সংযুক্তি নিয়ে রয়েছেন। দেশের কলেজগুলোতে মোট সংযুক্তি শিক্ষক ১ হাজার ১৭০ জন।

তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু হায়দার আহমেদ নাছের বলেন, শিক্ষক সংকট সমাধান জরুরি। তিনি বলেন, এই কলেজে সংযুক্তিতে থাকা সহযোগী অধ্যাপকদের সংযুক্তি বাতিল করা হয়েছে। বড় কলেজগুলোর জন্য শিক্ষক অবশ্যই বেশি প্রয়োজন।

তথ্য অনুযায়ী, এইচএসসি, স্নাতক, ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজগুলোর জন্য প্রতি বিষয়ে ১২ জন শিক্ষকের দরকার। কিন্তু ডিগ্রি কলেজের জনবলেই চলছে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক নির্দেশের আলোকে ঢাকার কলেজগুলোতে থাকা শিক্ষকের সংযুক্তি বাতিল শুরু করে মন্ত্রণালয়। তবে সংযুক্তি বাতিলের কারণে বড় কলেজগুলোতে সংকট দেখা যাবে এমন আশঙ্কার কারণে সংযুক্তি বাতিলে কিছুটা ভাটা পড়ে।